দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 MAR 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

তুমি যেন বল আর আমি যেন শুনি

অনিরুদ্ধ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি সরকার বৃত্তির টাকা দেয়া স্থগিত রেখেছেন। এবার বাজেটে (১৯৯২-৯৩) বৃত্তির জন্য নাকি টাকা বরাদ্দ করা হয়নি। কারণ, কোন্ খাত থেকে এ টাকা দেয়া হবে তা নিয়ে কথা উঠেছে। তবে এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন কথাবার্তা শোনা যায়নি। এদিকে গত ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারি হতে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেলাপ্রতি একটি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যেখানে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত সকল বালক-বালিকাকে অবশ্যই বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'সব পেয়েছির দেশে' রূপান্তরের জন্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই 'দু'হাজার সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগান বার বার শোনা যায়। যারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে চিঠি দেয় তারা এই আশাবাদী শ্লোগান দুটি অর্থাৎ '২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা', '২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য'র কথাটা দিয়ে শুরু করেন। চিঠি লেখার ব্যাপারে পত্রের শীর্ষে 'সৃষ্টিকর্তা'র প্রশংসাসূচক কিংবা ধর্মানুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম লেখা দিয়ে শুরু করার মত এই চিঠিগুলো কী ফল দেয় কেউ জানে না। এসব চিঠির বেশির ভাগ সরকারকে উদ্দেশ করে লেখা। কিন্তু সরকারের অবস্থা হয়েছে সেই প্রবাদবাক্যের 'পিঠে বেঁধেছি কুলো' আর 'কানে দিয়েছি তুলো'র মত। বাক্যবাণ তাদের পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হয় না। আর আবেদন নিবেদন তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছায় না।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির কথাটা দিয়ে শুরু করেছি। সরকার বৃত্তির টাকা দেয়া বন্ধ রেখেছেন। কিন্তু সাফল্যের ঢাকে খুব জোরে কাঠি দিচ্ছেন। উন্নয়নের রাজনীতি তো প্রধানমন্ত্রী থেকে পুরো মন্ত্রী, আধা-মন্ত্রী সবাই বলেন। আর সঠিকভাবে বলতে গেলে তারা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কথার প্রতিধ্বনি তোলেন।

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ও রেকর্ড পরিমাণ টাকা বরাদ্দের কথা হর-হামেশা প্রধানমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী সবাই বলছেন। তবে বৃত্তির টাকা কোন্ যুক্তিতে বন্ধ রেখেছেন তা একবারও বলেন না।

অথচ সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী থেকে, যারা চিঠি দেন যে সরকারের শিক্ষানীতি সমালোচনা করেন, শিক্ষকের দুরবস্থার কথা বলেন, যে ছাত্র সেশন জটের জন্য হতাশায় ভোগে সবাই তাদের কথা শুরু করেন 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' বলে। কিন্তু কোন ফলোদয় হয় না। আমরা সবাই ভুলে গেছি আমাদের কথা ছাড়া আর সব আচারআচরণ কাজকর্ম মেরুদণ্ডী জীবের মত নয়। আমাদের যত জোর মুখে। কাজে নয়। তাই আমাদের নির্বাচিত সরকারও কথায় বড়, কাজে দড় নয়।

গরীব মেধাবী ছাত্ররা যারা বৃত্তি পাওয়ার তালিকাভুক্ত, তারা চিঠি দেয়, আকুতি জানায় বৃত্তির টাকার জন্য। সরকার জবাবদিহিমূলক, কিন্তু এসব চিঠির কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। যদি এমন কোন চিঠি প্রকাশিত হয়, যাতে এমন কোন বক্তব্য থাকে যেখানে সরকার কিংবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দেয়া হয়, তার প্রতিবাদ বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৪ ঘন্টার মধ্যে আসে। কিন্তু সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন জানিয়ে যে চিঠি, সেখানে সরকার বাক সংযম অবলম্বন করেন। কোন ব্যাখ্যা দেন না। কোনরূপ জবাবদিহির দায় অনুভব করেন না।

সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে গণমাধ্যম অর্থাৎ রেডিও-টিভিতে যেসব সংবাদ পরিবেশিত হয় তা এক কথায় বলা চলে যে, সকল কৃতিত্ব সরকারের প্রাপ্য। এই নীতি সর্বত্র অনুসরণ করা হয়। কেন বৃত্তির টাকা দেয়া হচ্ছে না। কবে দেয়া হবে। এখন দিতে অসুবিধা কোথায়, তা নিয়ে কথা উঠলে একটা জবাব কালেভদ্রে পাওয়া যায় যে, কোন্ খাত থেকে দেয়া হবে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। তবে সারাবছর ধরে সরকার কী কাজ করেন এরকম বেয়াড়া প্রশ্ন করলে কর্তাব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হন।

গত তিন চার মাস ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা চিঠি দিচ্ছে পত্রিকায়। যথারীতি সেসব চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তারা বৃত্তির টাকা পায়নি। অনেক গরীব মেধাবী ছাত্রের পড়াশুনা বন্ধের উপক্রম। ১৯৯১ সালে যে ছেলেটি অথবা মেয়েটি এসএসসি উত্তীর্ণ হয়ে মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে সরকারী বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী হয়েছে, তারা কিন্তু এখনও বৃত্তির টাকা পায়নি। সামনে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ফিস জমা দিতে হবে, ফরম ফিলআপ করতে হবে। টাকার দরকার। গরীব বাপ-মা'র সন্তান। টাকার টানাটানি। ভরসা বৃত্তির টাকা। সে গুড়েও বালি। কারণ সরকার নির্বিকার।

এদিকে কয়েকদিন আগে টিভিতে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। বিতর্কের বিষয় ছিল উচ্চ শিক্ষার দ্বার শুধু মেধাবী ছাত্রদের জন্য খোলা থাকা উচিত। এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রিগণ। সেখানে অবশ্য এ কথাটা বিবেচনার জন্য রাখা হয়নি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যদি গরীব হয়, তার কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার কীভাবে খুলে দেয়া হবে। গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বল-ভরসা একটাই তা বৃত্তির টাকা। তা নিয়মিত না পেলে কিংবা মোটেই না পেলে মেধা উচ্চ শিক্ষার দরজায় মাথাকুটেও তা খোলাতে পারবে না। ১৯৯০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্র এক বছরের বৃত্তির টাকাটা পেয়েছে গত জুন-জুলাই মাসে। তারপর তাদেরও বৃত্তির টাকা দেয়া বন্ধ আছে।

সিলেটের এম সি কলেজের একজন ছাত্র সম্প্রতি একটি চিঠি দিয়েছে। ছাত্রটির নাম ইকবাল খান 'আমার বৃত্তির হিস্যা চাই' শীর্ষক চিঠিটি নিম্নরূপঃ

"বোদ্ধারা যাকে বলেন 'জাতির আলোকবর্তিকা'- আমি তাদেরই একজন। আজ আমি উত্থান-পতনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। ছাত্র বলে পরিচয় দিতে আজ সংকোচ বোধ করি। দরিদ্র পিতার সন্তান আমি। পরের বাড়ি লজিং থেকে টিউশানি করে এইচএসসিতে স্টাইপেন্ড পাবার মতো রেজাল্ট করি। একবুক আশা ও আগামী দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনার্সে ভর্তি হলাম। প্রত্যাশা ছিল সরকার কর্তৃক ২/৩ মাসের মধ্যে বই কেনার জন্য ভাতা পাব, কলেজের বেতন ফ্রি হবে এবং আরো আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করব। হায়রে, আশার গুড়ে বালি। '৯১ সালে পাস করলাম, '৯৩ সাল চলছে, কিন্তু বৃত্তির খবর লাপাত্তা। এদিকে প্রাইভেট পড়িয়ে হোস্টেলের খরচ বহন করছি। সামনে আসছে ফরম ফিল আপ। সারাবছরের বেতন বাকি। গায়ে জামা নেই, পায়ে চটি জুতাও নেই। চারদিকে শুধু দৈন্যদশা। নিজেকে কোনখানে মানিয়ে নিতে পারি না। সামনে দেখছি ঘোর অন্ধকার। হতাশা আমাকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ফেলেছে। আমার বিশ্বাস, জীবন যবে টিকে থাকা যায়; কিন্তু আদর্শ ছাত্র হওয়া যায় না। আমার জিজ্ঞাসা- 'সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করেছেন'- কথাটি কি দাদা-বুড়োর গল্প, না ক্ষমতাসীন সরকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দমনে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে আবার ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দেয়া হবে- এমন গাঁজাখুরি, অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার কি করে গ্রহণ করলেন, তা ভাবতে অবাক লাগে। আমার এ লেখা পড়ে কেউ করুণার হাত প্রসারিত করলে অপমানিত হবো। সরকারের কাছে আমার বৃত্তির ন্যায়সঙ্গত হিস্যা চাই।"

গরীব মেধাবী ছাত্ররা এর আগেও চিঠি দিয়েছে। কিছু প্রকাশিত হয়েছে 'সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে। গত ৮ই জানুয়ারি ঢাকা কলেজের ছাত্র (৩১৭, নর্থ হোস্টেল) শাহ তানবিরুল ইসলাম সুজন

অপরের নিন্দা করা সহজ, কিন্তু ভাল কাজ করা কত কঠিন, তার উদাহরণ বোধ হয় বর্তমান নির্বাচিত সরকার। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সাফল্যের ফিরিস্তি দেন বাস্তবে তা ধোপে টিকে না।

* * * * * * *

এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রের অসঙ্গতির কথা আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। এই একটি খাত শিক্ষা যা আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত-সন্ত্রাস, সেশনজট, শিক্ষার উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এখন সরকারের প্রদত্ত বৃত্তি বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থাটি।